পাঠক ফোরাম

আবর্জনার রাজনীতি

দেশের রাজনীতিতে জমছে শুধু আবর্জনার স্তূপ। আওয়ামী লীগের অপশাসন থেকে মুক্তি পেতে জনগণ বাধ্য হয়েছিল বিএনপিকে ক্ষমতায় বসাতে। সেই বিএনপির গ্রহণযোগ্যতা এখন যে শূন্যে নেমে এসেছে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। এখন বিএনপির তথাকথিত ভাবমূর্তির ধারক-বাহক হয়ে উঠেছে সাকা চৌধুরীদের দল। সাকা চৌধুরীর মত অসভ্য, অশালীন, নোংরা মানসিকতার লোক যে দলে থাকে, সেই দল যে কতখানি নীতি-নৈতিকতা আর আদর্শের ধার ধারে তা সহজেই অনুমেয়। যারা বলছেন, সাকা চৌধুরীর পরাজয় দেশের পরাজয়। তাদের বলছি তার মতো ঘৃণিত, স্বাধীনতার শত্রু রাজাকার জিতলেই বরং মুক্তিযুদ্ধের মহান চেতনাই কলঙ্কিত হতো। উচ্ছিষ্টকে কেউ গ্রহণ করে না। ডাস্টবিনেই ছুঁড়ে ফেলতে হয়।

শবনম
গেন্ডারিয়া, ঢাকা

সভ্যতা!

আমি জানি না আমাদের দেশের রাজনীতিবিদদের কোনো নীতি আছে কি না। কিংবা কোনো মূল্যবোধ আছে কি না। অনেক রাজনীতিবিদের অতীত অধ্যায় কলঙ্কময়। তবে সে বিষয়ে বেশি কিছু বলতে চাই না। তারা যখন মহান সংসদের মাননীয় সংসদ সদস্য হন, তখন এটা তো নিশ্চিত তাদের আমরাই ভোট দিয়েছি। তারা আমাদের প্রতিনিধি হিসেবে মহান সংসদে গেছেন। সংসদে গিয়ে তারা কিছুটা হলেও মার্জিত চরিত্রের অধিকারী হবেন এটা আশা করা নিশ্চয়ই অপরাধ নয়। কিন্তু তার প্রতিফলন আমরা দেখতে পাচ্ছি না। তাদের লাগামহীন অশ্লীল উক্তি আমাদের ভাবতে বাধ্য করছে যে চরিত্র, নৈতিকতা, মূল্যবোধ পরিবেশ-পরিস্থিতির সঙ্গে বদল হয় না। কিন্তু তারা যেহেতু সভ্য জগতের বাসিন্দা, সেহেতু তাদের মধ্যে কিছুটা হলেও সভ্যতার চিহ্ন দেখতে আমরা উদ্‌গ্রীব। কে কি বলেছে কিংবা কি বোঝাতে চেয়েছে, সে বিষয়ে চিন্তা না করে আসুন স্রষ্টার কাছে প্রার্থনা করি, তোমার সৃষ্ট সেরা জীবকে তুমি একটু সভ্য করে দাও।

পরাগ, ঢাকা সিটি কলেজ
Email : saief14@yahoo.com

জনগণ মুক্তি চায়

৩০ এপ্রিল সরকার পতনের আলটিমেটাম দিয়ে জলিল মাঝি ব্লাইন্ড খেলছিলেন। সময় যখন পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হতে থাকলো তখন তিনি বললেন, শুধু ব্লাইন্ডই নয়, পকেটে তিনি অতি যত্নে একখানা ট্রাম্পকার্ডও রেখে দিয়েছেন। ধীরে ধীরে নির্ধারিত সময় শেষ হয়ে গেলে তিনি সুর পাল্টে বললেন, আপাতত ট্রাম্পকার্ডখানা তিনি ছাড়লেন না। কারণ কার্ডখানা ছাড়ার সময় নাকি হয়নি। আলটিমেটামের ডেট ওভার হয়ে গেলে জলিল মাঝির খেলা যে ভুলে ভরা ছিল তা আবার ধরা পড়লো মান্নান ড্রাইভারের হাতে। মান্নান ড্রাইভার স্বপক্ষে যুক্তি দেখালেন এভাবে- ট্রাম্পকার্ড ব্যবহার হয়- ব্রিজ খেলতে আর ব্লাইন্ড খেলা হয় ফ্লাশ খেলাতে। অতএব আমরা সাধারণ জনগণ ধরে নিতে পারি যে জলিল মাঝি, মান্নান ড্রাইভারসহ সব রাজনীতিবিদই তুখোড় জুয়াড়ি। অর্থাৎ দেশের ১৪ কোটি আপামর জনসাধারণ পড়েছে সব মাতাল জুয়াড়িদের কবলে- এ থেকে কি অসহায় জনগণের কোনো দিনও রেহাই হবে না?

Monir
Port Klang, Malaysia

হুমায়ূন স্যারের প্রতি

হুমায়ূন আহমেদ। জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক, গল্পকার, জনপ্রিয় টিভি নাট্যকার, পরিচালক, বিকল্পধারার চলচ্চিত্রকার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। এতোগুলো পরিচয়ে তিনি হয়ে উঠেছেন বিশিষ্টজন, সম্মানিত ব্যক্তিত্ব। সর্বক্ষেত্রে সফলতার স্বাক্ষর তাকে দেশের বিশিষ্টজন, গুণীজনে পরিণত করেছে। তার উপন্যাস, চলচ্চিত্র, টিভি নাটকের রয়েছে লাখ লাখ পাঠক, দর্শক। কিন্তু তিনি এ কি করলেন, কিভাবে করতে পারলেন! তিনি যেহেতু আমাদের প্রিয়, সেহেতু তার এহেন কর্মকান্ডে আমরা খুবই মর্মাহত। তিনি যেমন আমাদের কাছে প্রিয়, তেমনি তার পরিবারের প্রতিটি সদস্যও আমাদের প্রিয়। তার একটি সুন্দর সংসার ভেঙে ফেললেন! হয়তো বলা হবে হুমায়ূন আহমেদও তো একজন মানুষ। তারও চাওয়া-পাওয়া, আশা-আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা থাকতে পারে। যেকোনো মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা-অনিচ্ছা থাকতে পারে। এতে দ্বিমত থাকতে পারে না। কিন্তু যারা দেশের বিশিষ্টজনে পরিণত হয়ে যান, তাদের এমন কোনো ইচ্ছা পোষণ করা উচিত নয় যা দেশের সাধারণ জনগণের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলবে। হুমায়ূন আহমেদ স্যার যে কাজটি করলেন, তার দৃষ্টান্ত দিয়ে হয়তো অনেকে তা করতে উৎসাহিত হবে। পরিশেষে স্যারের কাছে বিনীত অনুরোধ, আপনার সুন্দর সংসার ভাঙবেন না। পরিবার-পরিজন নিয়ে, সুখী-সুন্দর জীবন নিয়ে বেঁচে থাকুন

প্রধানমন্ত্রীর পুত্র, তাই ভিআইপি সড়ক খোলা

আমি খুব সাধারণ মানুষ। থাকি পূর্ব বাজার। পান্থপথে রিকশা বন্ধ হওয়ায় হেঁটে রাসেল স্কয়ার বা গ্রিন রোড পর্যন্ত আসতে হয়। ২৯ তারিখ বাসা থেকে বের হয়ে দেখি রাস্তা বন্ধ। কোনো রিকশা নেই। ১৪-১৫টি মাইক একসঙ্গে বাজছে। কারণ ফালুর নির্বাচনী জনসভা। রাস্তা বন্ধের কারণ দেশের রাজপুত্র এসেছে! তিনি তো প্রধানমন্ত্রী বা সরকারের কেউ নয়, তবে তার জন্য রাস্তা বন্ধ কেন? আমার কথাই বলছি। একে তো মেয়ে, রাস্তায় চলাফেরা করাই মুশকিল। কিন্তু ওই দিন আমাকে অনেকটা পথ হেঁটে পান্থপথে আসতে হলো। অবাক ব্যাপার, পান্থপথে রিকশা চলছে! সরকার আইন করে পান্থপথে রিকশা বন্ধ করেছে। শুধু তারেক জিয়ার জন্য ভিআইপি সড়ক খোলা। কি আশ্চর্য! ক্ষমতাসীন দলের যুগ্ম মহাসচিবের জন্য যদি সরকার আইন ভাঙে, তবে আমরা কেন আইন মানবো? তারেক জিয়ার জন্য আমাকে অনেকটা পথ হেঁটে আসতে হলো, বখাটেদের কটূক্তি শুনতে হলো- এর দায়ভার কে নেবে? ফালু ভোটে জিতলে আমার কি লাভ? কষ্ট তাতে বাড়বে বৈ কমবে না। আসার পথে শুনলাম মাইকে জিয়া তনয় উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। সরকারের কেউ না হয়েও উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দেয়ার উনি কে? এ প্রশ্নের উত্তর আমি পাই না। তার জন্য রাস্তা বন্ধ হবে, মাইকের অত্যাচার সহ্য করতে হয় সাধারণ নাগরিককে। দলীয় মহাসচিবের জন্য যদি পুলিশ আর সরকারের এতো সময় নষ্ট করতে হয় তবে তাদের প্রার্থী ভোটে জিতে জনগণের কেমন কল্যাণ করবে সেটা আমরা বুঝে গেছি। তারেক জিয়া আপনি প্রধানমন্ত্রী হোন আপনার জন্য ভিআইপি সড়ক খুলে দেবার মতো অন্যায় মেনে নেবো, রাস্তা বন্ধও মেনে নেবো। তার আগে প্লিজ আমাদের কষ্ট দেবেন না।

শর্মিতা
পূর্ব বাজার, ঢাকা

একজন হুমায়ূন এবং আমাদের লজ্জা

এ জাতির দুর্ভাগ্য যে এ দেশের কবি, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী আর রাজনৈতিক নেতাদের চরিত্র বলতে কিছু নেই। এদের না আছে ধর্মীয় মূল্যবোধ, না আছে নীতি কিংবা বিবেকবোধ। যদি থাকতো তাহলে হুমায়ূন আহমেদ তার ২৮ বছরের দাম্পত্য জীবনের সঙ্গিনীকে তালাকনামা পাঠিয়ে মেয়ের বান্ধবীকে বিয়ে করার মতো নির্লজ্জ নোংরামিতে নামতে পারতেন না। মানুষ এতোটা নিকৃষ্ট হতে পারে... সত্যি ভাবতে অবাক লাগে। যারা নিজেদের চরিত্র বদলাতে পারে না, তারা কি করে এই অভাগা দেশের নষ্ট হয়ে যাওয়া সমাজের চরিত্র বদলাবে? হুমায়ূন আহমেদের গল্প, উপন্যাস, নাটকের আমি একজন অন্ধ ভক্ত ছিলাম। অনুরাগী ছিলাম তার। ভালোবাসতাম তার লেখাকে। কিন্তু আজ ওনার এই নৈতিক স্খলন দেখে আমি অনেক কষ্ট পেয়েছি... লজ্জাও। শুধু আমি নই, হয়তো আমার মতো তার আরো অগণিত ভক্ত। যারা উপন্যাসের হুমায়ূন আহমেদের সঙ্গে আজকের হুমায়ূন আহমেদের কান্ডকারখানাকে মিলাতে পারছেন না তারা নিশ্চয়ই লজ্জিত ব্যথিত। এই ব্যাখ্যা কি হুমায়ূন আহমেদ টের পান?

শিশির আহমেদ, মালয়েশিয়া

লাখ লাখ মানুষের হৃদয়ে।

রতন প্রসাদ
গ্রিন রোড, ঢাকা

আরেকটি যুদ্ধ

চারদলীয় জোট জনগণকে অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় আসলো। ক্ষমতায় এসে প্রতিশ্রুতি পূরণ তো দূরের কথা, দেশকে, জনগণকে উপহার দিচ্ছে সন্ত্রাস, দুর্নীতি, মৌলবাদ আর শত খন্ড লাশ। আর তার সঙ্গে সর্বশেষ যুক্ত হয়েছে ওআইসিতে দেশের লজ্জাজনক পরাজয়। আর বিরোধী দল সে তো আড়াই বছর ধরে রাজপথে হন্যে হয়ে ঘুরে লেজে গোবরে করে এখন সংসদে ফিরেছে। জাতি আজ দিশেহারা। তাই আসুন না, জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানরা আর একবার আমরা '৭১ সালের মতো এক হই। আজ অস্ত্র নয়, মেধা দিয়ে জাতির ভাগ্যে পরিয়ে দেই শান্তির টিপ।

অনুপ ব্যানার্জী, ৩৭০ জগন্নাথ হল, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ২য় বর্ষ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তবুও গাছ লাগান

একমাত্র গাছই আমাদের অকৃত্রিম বন্ধু। স্বামী-স্ত্রী কিংবা ইয়ার দোস্তরা বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে। কিন্তু গাছ কখনো বিশ্বাসঘাতকতা করেনি, করে না এবং ভবিষ্যতেও করবে না। গাছ ফুল দিয়ে, ফল দিয়ে, ছায়া দিয়ে এবং সবশেষে জীবন দিয়ে (অর্থাৎ কাঠ দিয়ে) মানুষের সেবা করে। বাতাসের সঠিক আর্দ্রতা ও তাপমাত্রা বজায় রাখা গাছের অন্যতম কাজ। গাছ ভূমির ক্ষয়রোধ করে। গাছের পাতা পচে মাটিতে মিশে মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। দেশকে মরুভূমি হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করে। গ্রীষ্মকালে সূর্যের প্রখর তাপে আমাদের প্রাণ যখন ওষ্ঠাগত, প্রায় তখন সেই তাপের বেশির ভাগ শোষণ করে নেয় গাছ। গাছের উপকারিতার কথা বলে শেষ করা যাবে না। গাছের কোনো অপকারিতার তেমন কোনো উদাহরণ কেউ দিতে পারবে না। প্রকৃতপক্ষেই গাছের কোনো ক্ষতিকর দিক নেই। কোনো দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশকে স্বাভাবিক রাখার জন্য তার মোট আয়তনের ২৫ ভাগ বনাঞ্চল থাকা প্রয়োজন। অথচ আমাদের রয়েছে মাত্র ১৩-১৪%। গাছের এ ঘাটতি দূর করতে হলে ব্যাপকহারে গাছ লাগানো প্রয়োজন। বাংলাদেশে ১৪ কোটি মানুষের বসবাস। প্রত্যেকে যদি প্রতি বছর অন্তত ১টি গাছ লাগাই এবং সঠিক যত্ন নিয়ে বাঁচিয়ে রাখি তাহলে বছরে ১৪ কোটি নতুন গাছ হবে। এরপর গাছের সংখ্যা বাড়তেই থাকবে, বাড়তে থাকবে বাতাসের অক্সিজেন। শ্যামলিমায় ভরে উঠবে বাংলাদেশ। পাখির কলকাকলিতে মুখরিত হবে আবার। স্বপ্নের সেই বাংলাদেশ আমরা ইচ্ছে করলেই পেতে পারি। প্রশ্ন উঠতে পারে, আমরা গাছ লাগালে তার ফলভোগ করে যেতে পারবো তো? গাছ বড় হয়ে ফল দিতে সময় বেশি লাগে এটা ঠিক। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা অবশ্যই ভাবতে হবে। আমাদের পূর্ব পুরুষদের লাগানো গাছের ফল আমরা ভোগ করছি। এখন আমরা যদি গাছ না লাগাই তাহলে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আমাদের অভিসম্পাত দিতে পারে। যখন আমরা থাকবো না তখনো আমাদের লাগানো গাছ থাকবে। এ গাছ আমাদের কথা বলবে। সম্রাট শাহজাহান তাজমহল বানিয়েছিলেন বলে আজো মানুষ তাজমহল দেখে তাকে স্মরণ করে। একটি গাছও তাজমহলের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। গাছরূপী তাজমহলের জন্য ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আমাদেরকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে। এমন একটি তাজমহল গড়ার সুযোগ আমরা কেন ইচ্ছে করে হাতছাড়া করবো? এখন গাছ লাগানোর উপযুক্ত সময়। আজই আপনার পছন্দের ১টি গাছের চারা লাগান। যত্ন নিন। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য তাজমহল গড়ে তুলুন।

মোহাম্মদ সাজ্জাদ হোসেন
গ্রাম- বটিয়া, পো: জয়পাড়া দোহার, ঢাকা-১৩৩০

দৃষ্টি আকর্ষণ

বর্ষার জলাবদ্ধতায় আমাদের শহরগুলো

বর্ষা আমাদের দেশের অন্যতম প্রধান একটি ঋতু। বর্ষাকালে সামান্য ১০-১৫ মিলিমিটার বৃষ্টিতেই ঢাকাসহ ময়মনসিংহ, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ, পটুয়াখালীর মতো দেশের প্রধান শহরগুলো তলিয়ে যায় হাঁটু সমান পানিতে। ময়লা, পচা, দূষিত পানিতে শহরবাসী হয়ে থাকে জলবন্দি। এর ফলে এক দিকে যেমন প্রকোপ বাড়ে ম্যালেরিয়া, ডায়রিয়া, চর্মরোগ, ডেঙ্গুর মতো প্রাণঘাতী রোগের; অন্যদিকে ক্ষতিগ্রস্ত হয় শহরের রাস্তাঘাট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বসতবাড়ি এবং রিকশাসহ বিভিন্ন ভারী যানবাহন। শহরের বিদ্যুৎ, গ্যাস, টেলিফোন লাইনেও দেখা দেয় নানা সমস্যা। আমাদের শহরগুলোর জলাবদ্ধতার মূল কারণ শহরে পানি নিষ্কাশনের জন্য প্রয়োজনীয় ড্রেন না থাকা এবং অপরিকল্পিতভাবে দালানকোঠা নির্মাণ। অথচ জনসংখ্যার চাপে শহরগুলোর আয়তন দিন দিন বেড়েই চলছে। এ অবস্থায় আমাদের দেশের শহরগুলোকে বর্ষাকালে জলাবদ্ধতার হাত থেকে রক্ষার জন্য সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের যেমন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ ও পরিকল্পনা নেয়া প্রয়োজন, তেমনি শহরবাসীকেও দালানকোঠা নির্মাণের সময় জলাবদ্ধতার ব্যাপারে সচেতন হওয়া জরুরি।

শিল্পী, শম্ভুগঞ্জ, ময়মনসিংহ

ফোরাম ২০০০-এ চিঠি ১২৫ শব্দের উপর না হওয়াই ভালো। এক পাতায় পরিষ্কার হাতের লেখা ও পুরো নাম-ঠিকানা দেবেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জানাবেন। চিঠি পাঠাবার ঠিকানাঃ
ফোরাম, সাপ্তাহিক ২০০০, ৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০

মৌলবাদের দাবানল

'মৌলবাদ' সাম্প্রতিক বাংলাদেশের একটি আলোচিত শব্দ। বাংলাদেশে মৌলবাদী শক্তির মাথাচাড়া দিয়ে ওঠা নিয়ে সাম্প্রতিক সময়ে বেশ তর্কবিতর্ক হয়েছে। 'ফার ইস্টার্ন ইকোনমিক রিভিউ' কিংবা 'নিউইয়র্ক টাইমস'ও এ বিতর্কের গন্ডি থেকে মুক্ত হতে পারেনি। এই আন্তর্জাতিক পত্রিকা দুটির বক্তব্যকে কিছু ক্ষেত্রে অতিরঞ্জিত বলা গেলেও অবাস্তব বলা যায় না। ক'দিন আগেও আমি বিশ্বাস করতে চাইতাম না যে, বাংলাদেশে আদৌ কোনো মৌলবাদীর অস্তিত্ব আছে। কিন্তু এখন ভাবতে বাধ্য হচ্ছি। যে আমি অক্টোবর নির্বাচনে জোটের বিজয়-পরবর্তী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে স্রেফ আওয়ামী লীগের সাজানো নাটক বলে মেনেছি, সেই আমিই এখন ভাবছি সবই হয়তো সাজানো ছিল না। অবশ্য আমার ধারণার ব্যাপক পরিবর্তনের পেছনে অনেক কারণ রয়েছে। যেমন- বিদেশী পত্র-পত্রিকার নেতিবাচক রিপোর্ট, বিভিন্ন স্থানে তথাকথিত সংখ্যালঘু নির্যাতন, প্রগতিবাদী লেখক হুমায়ুন আজাদের ওপর হামলা, সম্প্রতি সিলেটে মাজারে ব্রিটিশ হাইকমিশনার আনোয়ার চৌধুরীর ওপর হামলা কিংবা চট্টগ্রামের দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চলে আবিষ্কৃত জঙ্গি প্রশিক্ষণ ক্যাম্প অথবা রাজশাহীতে সর্বহারা দমনের নামে বাংলা ভাই বাহিনীর জঙ্গি তৎপরতা- সবই এ দেশের মৌলবাদের অস্তিত্বই ইঙ্গিত করে। বিশ্বব্যাপী একশ্রেণীর উগ্র মুসলমান শান্তির ধর্ম ইসলামের সাইনবোর্ড ব্যবহার করে তথাকথিত জিহাদের নামে অশান্তি সৃষ্টি করে চলেছে। বাংলাদেশকেও এদের প্রভাব থেকে মুক্ত মনে হচ্ছে না। হুমায়ুন আজাদ আক্রান্ত হয়েছিলেন তার 'পাক সার জমিন সাদ বাদ' গ্রন্থে মৌলবাদীদের সততা ও সৌন্দর্যের মুখোশ উন্মোচন করেছিলেন বলে। সিলেটে হাইকমিশনারের ওপর গ্রেনেড হামলার পেছনে জঙ্গিদের ব্রিটিশ বিদ্বেষী মনোভাব কাজ করেছে বলেই অনেকের বিশ্বাস। নতুবা ঘরের ছেলে আনোয়ার চৌধুরীকে কারা মারতে চাইবে! এর আগে সিলেটে একটি জঙ্গি গ্রুপ নারীবাদী লেখিকা তসলিমা নাসরীনের মাথার মূল্য ঘোষণা করেছিল। সবই মৌলবাদিতার নিদর্শন। দেশব্যাপী মৌলবাদী তৎপরতা এবং সরকারের অভ্যন্তরে একটি বিশেষ দলের অস্তিত্ব সরকার ক্ষমতা গ্রহণের শুরু থেকেই বিতর্কের জন্ম দিয়ে আসছে। বর্তমান সরকার বিএনপির নেতৃত্বাধীন হলেও পরিস্থিতি বলছে নাটাই অন্য কারো হাতে। নতুবা প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ সত্ত্বেও বাংলা ভাই কেন গ্রেপ্তার হবে না? জঙ্গিদের প্রতি সরকারের এত সহানুভূতি কেন? চট্টগ্রামে জঙ্গি প্রশিক্ষণ ক্যাম্প ঘটনায় তদন্তে ঢিলেমি কেন? সরকার মুখে যতই তর্জন-গর্জন করুক না কেন, আদতে তারা যে মৌলবাদী শক্তিকে অদৃশ্য সমর্থন দিয়ে আসছে তা অস্বীকারের জো নেই। কিন্তু সরকারের এই ভুল নীতিতে সরকার তো বটেই, দেশের ভাবমূর্তিও ক্ষুণ্ন করছে। ফলে বহির্বিশ্বে যেমন বাংলাদেশবিরোধী মনোভাবের জন্ম হচ্ছে, তেমনি বাংলাদেশেও সরকারবিরোধী জনমত বাড়ছে। ধর্মান্ধতার কারণে সরকারকে মূল্য দিতে হতে পারে। যেমনটি দিয়েছে ভারতে বিজেপি সরকার। আমাদের সরকারের কি সেখান থেকে শিক্ষা নেয়া দরকার নয়?

রনক ইকরাম, নটরডেম কলেজ ঢাকা